প্রেস রিলিজ

তারিখ: ২৪ আগস্ট ২০২৩

ইয়াসমিন হত্যা দিবস ও গৃহশ্রমিকদের উপর সকল ধরণের নির্যাতন বন্ধের দাবিতে কর্মজীবী নারী ও সুনীতি প্রকল্প পরিবারের মানববন্ধন

ইয়াসমিন হত্যার বিচারকে দৃষ্টান্তমূলক বিবেচনা করে গৃহকর্মীর উপর সকল ধরণের নির্যাতন ও হত্যা বন্ধ কর ও গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ বাস্তবায়ন কর

- হাসিনা আক্তার, সমন্বয়ক, কর্মজীবী নারী

গৃহশ্রমিক ইয়াসমিন হত্যার ২৮ বছর এবং নির্যাতিত সকল গৃহশ্রমিক এর উপর সকল ধরণের নির্যাতন বন্ধের দাবিতে আজ ২৪ আগস্ট ২০২৩, বিকেল ৪টায় মিরপুর ১ এ সনি সিনেমা হলের সামনে কর্মজীবী নারী ও সুনীতি প্রকল্প পরিবারের উদ্যোগে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

গৃহশ্রমিক তামান্না ও নাসরিন হত্যাসহ কেরানীগঞ্জে কিশোরী গৃহশ্রমিক ও সিলেটে নির্যাতিত সালমাসহ নির্যাতিত সকল গৃহশ্রমিক যেন তাদের উপর বর্বরোচিত আচরণের সুবিচার পায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি যেন উপযুক্ত শাস্তি পায় এবং বিচার প্রক্রিয়া যেন দ্রুত সম্পন্ন হয় তার দাবিতে অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধনটিতে কর্মজীবী নারীর সদস্য রাজীব আহমেদ এর সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন হাসিনা আক্তার। উক্ত মানববন্ধনে সংহতি বক্তব্য রাখেন সুনীতি প্রকল্পের গৃহশ্রমিক দলের নেতা সাফিয়া আক্তার, শ্রমিক জোট বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে নারগিস আক্তার ও শেখ শাহানাজ, কর্মজীবী নারীর পক্ষ থেকে সুনীতি প্রকল্পের সমন্বয়ক ফারহানা আফরিন তিথি, অক্সফাম বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে তারেক আজিজ, ইউসেপ বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জুয়েল চন্দ্র শিকদার এবং গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন।

এছাড়াও মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন হোম বেইজড ওয়ার্কার, পোশাক শিল্প খাতের শ্রমিক ও গৃহশ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার নারীশ্রমিকগন। মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক জোট বাংলাদেশ, গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর নেতৃবৃন্দ, হ্যালোটাস্ক প্লাটফর্ম ও দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর প্রতিনিধিসহ কর্মজীবী নারী ও সুনীতি প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দসহ মোট ৭০ জন অংশগ্রহণকারী।

গৃহশ্রমিক সাফিয়া আক্তার বলেন, ইয়াসমিন যেমন সুদূর ঠাকুরগাঁও থেকে ঢাকায় এসেছিলেন জীবন-জীবিকার উদ্দেশ্যে তেমনি ঢাকা শহরে যে লক্ষ লক্ষ গৃহশ্রমিক কাজ করেন তারাও গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে কাজ করছেন। তারা নিয়োগকারির কাছ থেকে কাজের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেন, কোন ধরণের ভিক্ষাবৃত্তি করেন না। তাহলে কেন গৃহকর্মীদেরকে নিয়োগকারির কাছে মান সম্মান খোয়াতে হয়, যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়, শারিরীক ও মানসিক আঘাত সহ্য করতে হয়। তিনি মাননীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি করেন।

শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন, ইয়াসমিন হত্যা দিবসকে স্মরণ করে সরকারের কাছে দাবি জানান যেন আইএলও কনভেনশন ১৯০ ও ১৮৯ এর অনুসমর্থনের ভিত্তিতে অতি দ্রুত গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ গৃহিত হয় এবং গৃহকর্মী তামান্না, নাসরিন হত্যার বিচার হয়। সেই সাথে বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহকর্মীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।

অক্সফাম ইন বাংলাদেশের প্রতিনিধি তারেক আজিজ বলেন, বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক খাতের চেয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের মধ্যে গৃহশ্রমিকের সংখ্যা বৃহত্তর। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য নেই কোন আইনি সুরক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা ও চাকরির নিশ্চয়তা। আন্তর্জ্যাতিক একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রায় ৩৩ শতাংশ নারী জানিয়েছেন যে তারা কর্মস্থলে যাতায়াতের পথে নিরাপত্তা বোধ করেন না এবং ৪০ শতাংশ নারী জানিয়েছেন যে তারা তাদের কর্মস্থলে নিরাপদ কর্মপরিবেশ পান না। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গৃহশ্রমিকসহ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীশ্রমিকদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

হাসিনা আক্তার সভাপতির বক্তব্যে ১৯৯৫ সালে ইয়াসমিন হত্যার বিচারে অভিযুক্ত তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করাকে বাংলাদেশের নারী নির্যাতনে একটি মাইলফলক ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার বলে দাবি করেন। তিনি ইয়াসমিন দিবসের স্মরণে বাংলাদেশে সংঘঠিত সকল নারী নির্যাতন এর দ্রুত বিচার কার্য সম্পন্ন করবার দাবি জানিয়েছেন সরকারের কাছে।

বার্তা প্রেরক

ফারহানা আফরিন তিথি
প্রকল্প সমন্বয়ক
কর্মজীবী নারী
যোগাযোগ: 01812868282